ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১০/০৪/২০১৮ ।।

২০২০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,০৯ এপ্রিল।। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলে ১ লক্ষ ১৭ হাজার বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আজ ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আমবাসা টাউন হলে আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, মুদ্রা যোজনা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া ইত্যাদি জনকল্যাণকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, শুধু সরকারী চাকরি কোনও রাজ্যের উন্নয়নের মানদন্ড নয়। বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-রোজগারের মাধ্যমেই রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন হবে। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু এখানে এখন পর্যন্ত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের দিশা দেখানো হয়নি। বর্তমান সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানে গুরুত্ব দিচ্ছে। বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-রোজগারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, মাত্র ১২ টাকার বিনিময়ে বর্তমানে মানুষ বীমার সুযোগ পাচ্ছেন। এক সময় গরীব মানুষের বীমা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করার কোনও সুযোগ ছিলো না। বীমা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এগুলি শুধুমাত্র জমিদার ও ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা যোজনায় মাত্র ১২ টাকার বিনিময়ে ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী যে কেউ এই বীমার সুযোগ নিতে পারেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় প্রত্যক্ষভাবে রেগার কাজের পারিশ্রমিকের টাকা, গ্যাসের ভর্তুকির টাকা সরাসরি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মুদ্রা যোজনায় কোনও গ্যারান্টি ছাড়াই উদ্যোগী ব্যক্তি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণের। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং মহিলা উদ্যোগী ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে স্ব-রোজগারী হতে পারেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা কৃষি প্রধান রাজ্য। কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় যুক্ত হয়ে এর সুবিধা নিতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতি কানি কৃষিজ ফসলের জন্য মাত্র ২০০ টাকার বিনিময়ে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুবিধা এক্ষেত্রে কৃষকগণ পেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় বীমার টাকা পাওয়ার জন্য ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১৫০টি কেইস হয়েছে। যার মধ্যে ১৪৮টি কেইসে সুবিধাভোগীরা বীমার সুযোগ পেয়েছেন।

এই বীমার আওতায় আরও ব্যাপক অংশের মানুষকে যুক্ত করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, যতক্ষণ না রাজ্যে স্ব-রোজগার তৈরী করা হয়, ততক্ষণ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন হতে পারে না। তাই তো ত্রিপুরায় প্রচুর সরকারী কর্মচারী থাকা সত্বেও এখানে দারিদ্র্য বেশি। সেক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের স্ব-রোজগারে দিশা দেখাতে চাইছেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক কাজ করা বাকি আছে। এখানে ৭ লক্ষ বেকার রয়েছে। জনজাতি এলাকায় উন্নয়ন হয়নি। তিনি বলেন, সব বেকারকে সরকারী চাকরি দেওয়া যাবে না। কিন্তু সবার কর্মসংস্থান করা সম্ভব এবং সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার।

বিশেষ অতিথি খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক যোজনাগুলি বাস্তবায়নে বিগত সরকারের অনীহা ছিলো। কিন্তু বর্তমান সরকার ৩৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব এম নাগারাজু। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, শম্ভুলাল চাকমা, আশিস দাস, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধলাই জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা।

এদিনের অনুষ্ঠানে ১১ জন স্ব-উদ্যোগী এবং একটি স্ব-সহায়ক দলকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উদ্যোগে প্রদেয় ঋণের মঞ্জুরীপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন যোজনা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ১৬টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১০টি প্রদর্শনী স্টল ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর গ্রামীণ সড়ক যোজনা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশনের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বের শেষে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্যস্তরীয় ব্যাঙ্কার্স কমিটির সহকারী মহাপ্রবন্ধক ভজন চন্দ্র রায়।

বইমেলায় আলোচনাচক্র : শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্যধারায় ত্রিপুরার নৃত্য গুরুদের ভূমিকা

আগরতলা,০৯ এপ্রিল।। ৩৬তম আগরতলা বইমেলার আজ অষ্টম দিনের সন্ধ্যায় মুক্তমঞ্চে শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্যধারায় ত্রিপুরার নৃত্য গুরুদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। লেখক রাজকুমার তরুণজিৎ সিং এ বিষয়ে আলোচনায় বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরী নৃত্যশৈলী ত্রিপুরার রাজবাড়িতে বসন্ত উৎসবে এসেই প্রায় দেখেন এবং মুগ্ধ হন। এরপরেই তিনি এই শিল্পকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রাখেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের কাছে। আলোচক রাজকুমার তরুণজিৎ সিং উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরার রাজার প্রেরণ করা প্রথম মণিপুরী নৃত্যগুরু বুদ্ধিমন্তর নৃত্যশৈলী এবং জীবনী নিয়েও আলোচনা করেন।

এইচ সুদেষ্ণা সিং তার আলোচনায় মণিপুরী নৃত্যের বিভিন্ন কলাকৌশল বর্ণনা করে বলেন, রবীন্দ্র নৃত্যের সাথে মণিপুরী নৃত্যের কলাকৌশল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কবিগুরু তাঁর কল্পনা শক্তি দিয়েই এই নিজস্ব নৃত্যশৈলী সৃষ্টি করেন। লেখক এল বীরমঙ্গল সিং তার আলোচনায় শান্তিনিকেতনের মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাগুরু নবকুমার ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করেন।

শিক্ষক ও মণিপুরী লেখক ওয়াংখেম বীরমঙ্গল সিং সংশ্লিষ্ট

বিষয়ে আলোচনায় শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যগুরু হওয়ার পূর্বের কাহিনী বর্ণনা করেন। আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন রাজকুমার জিতেন্দ্রজিৎ সিং।

আগামীকাল নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর প্রথম বৈঠক

আগরতলা,০৯ এপ্রিল।। আগামীকাল নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগরতলার রাজ্য অতিথিশালা সোনারতরীতে। কেন্দ্রীয় সরকার নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট গঠন করার পর ত্রিপুরায় এই প্রথমবারের মতো এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন নিতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং নিতি ফোরাম নর্থ-ইস্ট-এর চেয়ারম্যান ডা. রাজীব কুমার এবং নিতি আয়োগের সি ই ও অমিতাভ কান্ত। এছাড়া বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ। বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কন্ড্রাড কে সাংমা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং, ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, অরুণাচল প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী চওনা মেইন প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্যদের মধ্যে আসামের পূর্তমন্ত্রী পরিমল শুক্ল বৈদ্য, মেঘালয়ের পূর্তমন্ত্রী প্রেস্টোন টিনসং, নাগাল্যান্ডের পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী নেইবার ক্রৌনু, মিজোরামের পরিকল্পনা ও অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী লাল সাওয়াটা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া ডোনার মন্ত্রকের সচিব নবীন ভার্মা, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিব, পদস্থ আধিকারিকগণ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থাকবেন।

নীতি ফোরামের বৈঠক : রাজভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। আগামীকাল আগরতলায় নীতি ফোরাম নর্থ ইষ্ট এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই নীতি ফোরামের প্রতিনিধিগণ, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপ মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। এই ফোরামের সদস্য সদস্যাদের সম্মানে আজ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ড. রাজীব কুমার, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিউ, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনার্ড কে সাংমা, ত্রিপুরার উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, আসামের পূর্ত মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, নাগাল্যান্ডের পরিকল্পনা এবং সমন্বয় মন্ত্রী নেইবা ক্রোনো, মিজোরামের পরিকল্পনা এবং অর্থ মন্ত্রী লালসাওতা, ত্রিপুরার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত অতিথি সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের চিরাচরিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচায়ক হজাগিরি নৃত্য ও মামিতা নৃত্য উপভোগ করেন। তাছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য ও অন্যান্য মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

২০ এপ্রিল থেকে মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা

মোহনপুর,০৯ এপ্রিল।। মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, মোহনপুরের মহকুমা শাসক প্রসূন দে, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ, পুস্তক প্রকাশকরাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে চার দিনব্যাপী মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা-২০১৮। ২০ এপ্রিল বিকাল ৪.৩০ মিনিটে বইমেলার উদ্বোধন হবে। বইমেলা প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। বইমেলার পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবি সম্মেলন, বসে আঁকো, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তর থেকে উন্নয়নমূলক কাজের প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হবে। সভায় বইমেলাকে সফল রূপ দেয়ার জন্য একটি মূল কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ হাই স্কুলের সাংস্কৃতিক উৎসবে উপ মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্রামগঞ্জ,০৯ এপ্রিল।। জম্পুইজলা দেবচরণ বৈরাগী পাড়ার সেবা আশ্রমের শ্রী গৌরাঙ্গ বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক উৎসব গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন দেবচরণ বৈরাগী পাড়া সেবা আশ্রমের সম্পাদক শচীন কলই এবং সভাপতিত্ব করেন আশ্রমের সভাপতি বারেন্দ্র দেববর্মা।

উদ্বোধনী ভাষণে উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরার মহারাজা বীর চন্দ্র কিশোর মানিক্যের আমল থেকেই এই রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ঘটে। মহারাজা রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। বর্তমানেও লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী সংলগ্ন কিছু অংশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তকদের বসবাস রয়েছে। সারা রাজ্যে এখনও রাজ-রাজাদের ইতিহাসের অনেক স্মৃতি রয়ে গেছে। গৌরাঙ্গ সেবা আশ্রমের সুন্দর মনোরম পরিবেশ দেখে উপ মুখ্যমন্ত্রী মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, জায়গার অভাবের কারণে শহর আগরতলাতে এরকম পরিবেশ বর্তমানে নেই। উপ মুখ্যমন্ত্রী গৌরাঙ্গ সেবা আশ্রমের আরও শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা তাঁর ভাষণে সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে জনগণকে সাহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

আনন্দনগর টি এফ ডি পি সিঞ্চর শিল্প এলাকা পরিদর্শনে বনমন্ত্রী

বিশালগড়,০৯ এপ্রিল।। বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া আজ আনন্দনগরের টি এফ ডি পি সি ইন্ডাস্ট্রিয়ালের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের আগে বনমন্ত্রী আনন্দনগরের টি এফ ডি পি সি কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে সৌজন্যমূলক এক সভায় মিলিত হন। সেখানে টি এফ ডি পি সি-র এম ডি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা প্রজেক্টারের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের টি এফ ডি পি সি-র নানা কর্মসূচির তথ্য তুলে ধরেন। সভায় বনমন্ত্রী টি এফ ডি পি সি-র আয় ব্যয় সহ নানা খোঁজ খবর নেন। সভার শেষে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া কর্পোরেশনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার রাবার কাঠ থেকে বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরীর ইউনিট এবং বাঁশ বেতের বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং সেখানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শন শেষে বনমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে

জানান, বন ও বনভিত্তিক শিল্পায়ণের মাধ্যমে রাজ্যে আরও বেশি করে আয় বাড়ানো চেষ্টা করা হবে। তিনি জানান, রাবার ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সরকারিভাবে আরো নজর দেওয়া হবে। এর জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ এবং ডোনার মন্ত্রকের সাহায্য চাওয়া হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া হবে। বনমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে টি এফ ডি পি সি-র এম ডি ড: অশোক কুমার সহ বিভিন্ন ডিভিশন্যাল ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট শিল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় বনমন্ত্রী সেখানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন।

বইমেলায় ৭ দিনে ৮৭ লক্ষাধিক টাকার বই বিক্রি

আগরতলা,০৯ এপ্রিল।। আগরতলা বইমেলার সপ্তম দিনে গতকাল মোট ২১ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৫৭ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। ৩৬তম বইমেলায় ৭দিনে মোট ৮৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৪৯ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রোজগার ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,০৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে উন্নয়নের দিক দিয়ে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উপর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি আজ সকালে প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (পি এম কে ভি ওয়াই)-র আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাতেই প্রথম এই প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়। তিনি বলেন, যোগাযোগ পরিকাঠামোর মূল ভিত্তি হচ্ছে সড়ক পথ, জল পথ ও বিমান পথ। কিন্তু ত্রিপুরাতে মূলত: যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সড়ক পথকে ভিত্তি করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা তৈরী করার জন্য ত্রিপুরায় পাথরের অভাব থাকায় ইটের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। যা মাটি দিয়ে তৈরী হয়। রাজ্যের ইট ভাট্টাগুলিতে দক্ষ আগুন মিস্ত্রি না থাকায় ইট ভাট্টাগুলিতে রাজ্যের বাইরে থেকে বেশি টাকা মজুরী দিয়ে দক্ষ কারিগর আনতে হচ্ছে। রাজ্যে ৩৫০টির মতো ইট ভাট্টা থাকা সত্বেও এর সুফল তেমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। যে অঞ্চলে ইট ভাট্টা স্থাপিত হয়েছে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা যাতে আগুন মিস্ত্রির কাজটা দক্ষতার সাথে রপ্ত করতে পারেন তার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারী চাকরি কোনও দেশের বা রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পারে না। রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করবে ছোট শিল্প, শিল্প কারখানা, কর্মদক্ষতার উন্নয়নে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইজরায়েল আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে অনেক ছোট হলেও এ দেশগুলি উন্নতশীল দেশের নিরিখে চরম শিখরে রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গ্রাম উন্নয়ন, কুটির শিল্প উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তখনকার সময়ের সরকার জোর দিয়েছিলো বড় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ওপর। কিন্তু দক্ষতার অভাবে ভারতবাসী সেই শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলোনা। যার ফলে ভারতের বাইরে থেকে দক্ষ কারিগর এনে সেই কারখানা চালানো হতো। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রোজগার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে রাজ্যে যে সমস্ত শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে তাতে এ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান যাতে হয় সেই জন্য তাদের আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবকে বলেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব এম নাগারাজু। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা এস প্রভু। অনুষ্ঠানে সমস্ত অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের দক্ষতার উন্নয়নের উপর শপথ বাক্য পাঠ করান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি নিউজলেটার উন্মোচন করেন এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের হাতে শংসাপত্রও তুলে দেন। বিভিন্ন সেক্টর স্কীল কাউন্সিলের সাথে রাজ্য সরকারের মৌ স্বাক্ষর কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার স্টেট কম্পোনেন্ট কর্মসূচি রূপায়ণে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর বর্তমানে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ১৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১৮৩০ জন যুবক-যুবতীদের ১৩টি সেক্টরে প্রশিক্ষণ দেবে। প্রথম অবস্থায় রাজ্যের ৫টি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় ২০২০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১২৩ জন যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ হাজার ৬২ জন যুবক-যুবতীদের রাজ্য সরকার সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্টেট ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (সি এস এস এম)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

জেলা হাসপাতাল আধুনিকীকরণের কাজ খুমলুং হাসপাতাল থেকে শুরু করবো : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,০৭ এপ্রিল।। কোনও সমাজের উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন খাদ্য এবং এরপরই প্রয়োজন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার। এই তিনটির ব্যবস্থা যথাযথভাবে করা না গেলে সে সমাজ থেকে ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক বেরিয়ে আসতে পারেন না। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে উদ্বোধকের ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। এবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল স্লোগান হলো - সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা : সবাই, সবখানে। প্রদীপ জ্বেলে এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রাচীন যুগ থেকে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এই ব্যবস্থায় ডাক্তারগণ নাড়ি দেখে রোগ নির্ণয় করে দিতেন। আজ দেশে ও বহির্বিশ্বে আধুনিকতম চিকিৎসা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের রাজ্যের জনজাতি এলাকায় এখনও ভারে করে রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। আমরা রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালকে আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে যা যা দরকার সব করা হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডাক্তার, নার্স ও আশা কর্মীদের উচিত নিজ নিজ স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে মন্দিরের মতো দেখা, রাত জেগে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া। আর তা করা গেলেই সাধারণ জ্বরের রোগীকে জি বি-তে ভিড় করতে হবে না। স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারিত হবে। জেলা হাসপাতাল আধুনিকীকরণের কাজ আমরা খুমলুং হাসপাতাল থেকে শুরু করবো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যতগুলি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে সেগুলিকে ধীরে ধীরে মাল্টি ইউটিলিটি সেন্টার-এ পরিণত করা হবে। এটা বাস্তবায়িত হলে লেখাপড়ার সাথে সাথে পুষ্টিকর খাবার, হেল্প চেক-আপ প্রভৃতি পরিষেবা পাওয়া যাবে। গ্রামের রোগীদের সাধারণ রোগ সেখানেই নিরাময় হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ট্রমা সেন্টার চালু রয়েছে। এর জন্য নিউরোসার্জনের দরকার রয়েছে। দপ্তরকে বলা হয়েছে এর ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি বলেন, রাজ্যে ১১০০ ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে; সেখানে আছেন ৬৬৬ জন চিকিৎসক। আজ বহিঃরাজ্যের বহু চিকিৎসক মাতৃভূমির টানে রাজ্যে ফিরে আসতে চাইছেন। আমাদের রাজ্যেও রয়েছে বহু ডাক্তারী

পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী। তারাই ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করতে পারে। তিনি বলেন, বাইরে থেকে শল্য চিকিৎসক আনা হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করার উপরও তিনি গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পাশে রয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে যারা আছেন, সকলের উচিত হবে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করা। তবেই এই দিবস উদ্‌যাপন সার্থক হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, স্বাস্থ্য সবার জন্য। আমাদের আছে ৪টি স্বাস্থ্য দপ্তর। আমরা চাই স্বাস্থ্য দিবসের স্লোগানটি সকলের জন্য হোক। আমাদের দুটি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবায় পরিকাঠামোগত, মেশিনারী ও ম্যানপাওয়ারের ঘাটতি হলেও একে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বহু কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। এগুলিকে কাজে লাগানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলেছেন, স্বাস্থ্য উন্নয়নে টাকার কোনও অভাব হবে না।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা: জে কে দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা: এস কে চাকমা ও পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার প্রোগ্রাম অধিকর্তা ডা: সন্দীপ ভাল্লা। স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর ডা: শৈলেশ কুমার যাদব। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ক্যুইজে বিজয়ী ৪ জন আশা কর্মী ও ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করেন।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী রায় বর্মণ স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে দপ্তর আয়োজিত ছবি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন পঞ্চনীড়ের শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিওগ্রাফী প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে এ জি এম সি, টি এম সি, প্যারামেডিক্যাল, বিভিন্ন নার্সিং সংস্থার বহু ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী ও দর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তর ও পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মরণিকার প্রকাশ করেন।

সিপাহীজলা জেলায় বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপক উদ্যোগ

বিশ্রামগঞ্জ, ৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের উদ্যোগে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন তহবিল প্রকল্পের (বিএডিপি) মাধ্যমে সিপাহীজলা জেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। কাঁঠালিয়া ব্লকের ধনপুরে ১১ কে ভি সাবস্টেশন নির্মাণ সহ বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৮২৮ টাকা। আগামী মে মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশালগড় ব্লকের জাঙ্গালিয়াতে একটি ৩৩/১১ কে ভি সাব স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। এই কাজে ব্যয় হবে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে জম্পুইজলাতেও একটি ৩৩/১১ কে ভি সাব স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। এর ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। এর নির্মাণের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করা হবে। এতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া, কাঁঠালিয়া থেকে নিদয়া পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৮৬ টাকা। মেলাঘর পুরপরিষদ এলাকায় জামবাড়ীতে এইচ টি ও এল টি লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭২৯ টাকা। মেলাঘরের বড়মুড়াতে এল টি ও এইচ টি লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। অনুরূপভাবে মেলাঘর সর্দার পাড়াতে এল টি ও এইচ টি লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ১৫০ টাকা। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত শঙ্কর টিলাতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। একই ব্লকের অন্তর্গত দয়ারাম পাড়ায় মাতৃ মেমোরিয়্যাল পার্কে এল টি ও এইচ টি লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। লালসিংমুড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। জাতীয় সড়কের পাশে ২২.৭ কিমিঃ এল টি ও এইচ টি লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করতে গিয়ে এই লাইনগুলি সংস্কার করা হয়। জম্পুইজলা মহকুমা হাসপাতালে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ১২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

রাজ্য সরকার পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নে বদ্ধপরিকর - পর্যটন মন্ত্রী

উদয়পুর,০৬ এপ্রিল।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি অন্যতম পর্যটন রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সহ রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। আজ উদয়পুর রাজর্ষি সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এইকথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের নতুন সরকার সবার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে। উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন, মন্দির নগরী উদয়পুর একটি সংস্কৃতির শহর। এখানে একটি সংগীত একাডেমি গড়ে তোলা যায় কিনা ভেবে দেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী সমীর চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক শীতল মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদীপ দেবনাথ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের শিল্পীগণ।

ধর্মনগরে রক্তদান শিবির

ধর্মনগর,০৬ এপ্রিল।। ধর্মনগর সমর্পণ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ধর্মনগর কালীবাড়ি নাট মন্ডপে আজ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর কালীবাড়ি উন্নয়ন কমিটি, ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে ২ জন মহিলা সহ ৩৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সকালে প্রদীপ জ্বেলে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় রক্তদান শিবিরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। ধর্মনগরের মহকুমা শাসক রাজেশ কুমার দাস, সমর্পণ সামাজিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কর্মকর্তা দেবাশিস দাসও আলোচনা করেন। শিবিরে ডা: নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

জম্পুইজলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সভা অনুষ্ঠিত

জম্পুইজলা,০৬ এপ্রিল।। আজ সকালে জম্পুইজলা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জম্পুইজলার মহকুমা শাসক এল ডার্লং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুব্রত দেববর্মা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও ক্লাবের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী দিনে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ও এলাকার যুবক-যুবতীদের নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার মহড়া দেওয়া হবে। সভায় মহকুমা শাসক এল ডার্লং বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।